পক্ষ, সাধ্য ও হেতু পদ

অনুমানের তিনটি পদ - পক্ষ, সাধ্য ও হেতু পদ। যে অধিকরণে সাধ্যের সন্দেহ হয় তাকে পক্ষ বলে(সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ)। যার সাহায্যে পক্ষে সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে সাধ্য সম্পর্কে জ্ঞান হয় তাকে হেতু বলে। সাধ্য হল তাই যা পক্ষে অনুমিত হয় বা অনুমাতা যাকে হেতুর সাহায্যে সাধন করতে চান তাই হল সাধ্য। পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ - এই অনুমানে পর্বত হল পক্ষ। যেহেতু পর্বতে বহ্নি আছে কিনা সন্দেহ করা হয়েছিল। বহ্নি হল সাধ্য এবং ধূম হল হেতু।

সাধ্যকে ব্যাপক ও হেতুকে ব্যাপ্য বলা হয়। কারণ সাধ্য হেতু অপেক্ষা অধিক অধিকরণে বিদ্যমান থাকে। হেতুকে ব্যাপ্য বলে। কারণ হেতু সাধ্য অপেক্ষা কম অধিকরণে বিদ্যমান থাকে। যেমন বহ্নি ধূম অপেক্ষা বেশি অধিকরণে বিদ্যমান থাকায় বহ্নি ব্যাপক। পর্বত, গোষ্ঠ, চত্ত্বর, রান্নাঘর প্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে সেখানে তো বহ্নি থাকেই। আবার উত্তপ্ত লৌহশলাকা, ইলেক্ট্রিক হিটার, ইলেকট্রিক্ চুল্লি প্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে না সেখানেও বহ্নি থাকে। ফলে ধূম ব্যাপ্য বহ্নি ব্যাপক। আর এইজন্যই ব্যপ্তি সম্পর্ককে হেতু সাধ্যের সম্পর্ক বা ব্যাপ্য ব্যাপকের সম্পর্ক বলে।

ন্যায়মতে, যে স্থলে যা অনুমানের প্রকৃত হেতু, তাকে লিঙ্গ বলে। এই লিঙ্গের দ্বারা অনুমেয় পদার্থ অর্থাৎ সাধ্য অনুমিত হয়। অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গি বলে। লিঙ্গ পদার্থের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে, ব্যাপ্তিবলেন লীনং অর্থং গময়তি ইতি লিঙ্গম্। অর্থাৎ যা ব্যাপ্তির শক্তিতে লীন বা অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে জ্ঞানের বিষয় করে বা পাইয়ে দেয়, তা লিঙ্গপদবাচ্য। সহজ কথায় লীন পদার্থের জ্ঞাপককে লিঙ্গ বলে। কিন্তু লিঙ্গ স্বয়ং লীন পদার্থের জ্ঞাপক হয় না। তা ব্যাপ্তি বলের সাহায্যে লীন পদার্থের জ্ঞাপক হয়। এককথায় বলা হয় ব্যাপ্তির সাহায্যে লীন পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ। ধূমকে বহ্নির লিঙ্গ বলা হয়। যেখানে ধূমের উৎপত্তি হয়, সেখানে বহ্নি অবশ্যই থাকে। ধূম ও বহ্নির এই নিয়মিত সাহচর্য্যকে ব্যাপ্তি বলা হয়। এই ব্যাপ্তি জ্ঞানের ফলে ধূম বহ্নির লিঙ্গ হয়।

এই প্রসঙ্গে দর্শনকোষ গ্রন্থে বলা হয়েছে ‘লীনমর্থং গময়তীতি লিঙ্গম্’ - অর্থাৎ যা অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক, চিহ্ন, অনুমাপকহেতু, অনুমিতিতে কোন সাধ্যের যা সাধন তাই লিঙ্গ। যদনুমেয়েন সম্বন্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে। তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্।। যা পক্ষের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত এবং সাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ নিশ্চিত এবং সাধ্যের অভাব বিশিষ্ট বিপক্ষে অসিদ্ধ বা ব্যবৃত্ত এরূপ অনুমাপক হেতুই লিঙ্গপদবাচ্য। এই লিঙ্গ প্রথমতঃ দু-প্রকার :- সলিঙ্গ ও অসলিঙ্গ বা সদ্ধেতু ও অসদ্ধেতু।

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎসায়ন, হেতু বা লিঙ্গের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘‘তস্য সাধ্যসাধনতাবচনং হেতু’’। সাধ্য সাধনত্ব অর্থাৎ সাধ্য প্রতিষ্ঠা যে পদার্থ করে তাকেই হেতু বা লিঙ্গ বলে। ন্যায়মতে এটিই হেতু পদের সামান্য লক্ষণ। অনুমান প্রমাণ দ্বারা পর্বতাদি পক্ষে সাধ্যরূপ ধর্মের সাধনত্ব বা অনুমাপকতার প্রযোজকত্বই হল হেতুর সামান্য লক্ষণ। অনুমানে সর্বত্র প্রসিদ্ধ পদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হয়। হেতুর অনুমাপকতা প্রযোজক রূপ ন্যায়মতে পাঁচ প্রকার। এই পাঁচটি ধর্ম যে হেতুর থাকবে, সেই হেতু সাধ্যধর্মের সাধক বা অনুমাপক হবে।

কিন্তু যে পদার্থটি ধর্মীতে সাধ্যধর্মের সাধন করবে তার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য কি হতে পারে সে সম্পর্কে সূত্রকার সরাসরি কোন আলোচনা না করলেও তিনি পরার্থানুমানের দ্বিতীয় অবয়ব হেতু বাক্যের লক্ষণসূত্রে একটি ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। তিনি সেখানে 'সাধ্যসাধনং' ইত্যাদি পদের প্রয়োগ করে সাধ্যসাধনত্বই যে হেতু পদার্থের লক্ষণ এটা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কিরূপ পদার্থ সাধ্যের সাধক হবে তা তাঁর পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়। তাঁর উদ্দেশ্য হল এই যে, যে হেতু সাধ্য সাধন করবে তা পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন হবে। এই হেতুকে ন্যায় দর্শনের পরিভাষায় অনুমাপক বা গমক হেতু বলে। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণ এই পঞ্চ লক্ষণের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, এগুলি হল পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ব বা অবাধিতবিষয়ত্ব। তবে নৈয়ায়িকগণ তিন প্রকার হেতু স্বীকার করায়, যে হেতুর ক্ষেত্রে সপক্ষ পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে সপক্ষসত্ত্বকে বাদ দিয়ে এবং যে ক্ষেত্রে বিপক্ষ পাওয়া যায় না সেক্ষেত্রে বিপক্ষাসত্ত্বকে বাদ দিয়ে বাকি চারটি লক্ষণই হেতুর ধর্ম বলে বুঝতে হবে। অন্যান্যক্ষেত্রে হেতু কিন্তু পঞ্চ লক্ষণ সম্পন্ন।

ন্যায়মতে কেবলান্বয়ী হেতুর বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেবলান্বয়ী হেতুর দ্বারা যে সাধ্যের সিদ্ধি হয়, সেই সাধ্যের কোথাও অভাব না থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণ যাকে বিপক্ষ বলে তা পাওয়া যায় না ফলে তাতে হেতুর বিদ্যমানতার অভাব অর্থাৎ যাকে বিপক্ষাসত্ত্ব বলে তাও পাওয়া যায় না। যেমন 'ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ' - এই অনুমিতির 'প্রমেয়ত্ব' হেতুটির উক্ত কারণে বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ পাওয়া যায় না। আবার কেবল ব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা যে সাধ্যের সিদ্ধি করা হয় অনুমানের পূর্বে ঐ সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও না থাকায় নিশ্চিত সাধ্যবান্ সপক্ষ - এই নিয়মে সপক্ষ পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাতে হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান যাকে সপক্ষসত্ত্ব বলে তাও পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন 'পৃথিবী ইতরভিন্ন গন্ধবত্বাৎ' - এই অনুমিতির 'গন্ধবত্ব' হেতুটিরও এই কারণে সপক্ষসত্ত্ব রূপ পাওয়া যায় না।

যে তিন প্রকার হেতুর কথা পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে আন্বয়ব্যতিরেকী পঞ্চরূপ সম্পন্ন, কেবলান্বয়ী চারিটি রূপ বিশিষ্ট, যেহেতু এর বিপক্ষাসত্ত্ব রূপ পাওয়া সম্ভব নয় এবং কেবল ব্যতিরেকী ও চারটি রূপ সম্পন্ন, কারণ এই হেতুর সপক্ষসত্ত্ব পাওয়া যায় না।

এখন উক্ত লক্ষণগুলি সম্পর্কে একটু বিশদে জেনে নেওয়া যেতে পারে। অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে পক্ষের লক্ষণ সম্পর্কে বলেন, 'সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্ পক্ষঃ' অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যধর্মের সন্দেহ করা হয়, সাধ্যের আধার সেই অধিকরণকে পক্ষ বলে। যদিও নব্য নৈয়ায়িকগণ পরে বলেন, কোন অধিকরণে সাধ্য সন্দেহ থাকলে তা যেমন পক্ষ হবে, তেমনি সাধ্যের সন্দেহ না থাকলেও কোন অধিকরণ পক্ষ হতে পারে; যদি সেখানে অনুমান করার ইচ্ছা থাকে। এরূপ অধিকরণে যদি হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান হয় তাহলে তাকে পক্ষসত্ত্ব বলে। যেমন পর্বতে বেড়াতে গিয়ে যদি সেখানে বহ্নিরূপ সাধ্যের সন্দেহ হয়, তাহলে পর্বত হবে এক্ষেত্রে পক্ষ এবং এই পর্বতে যদি পরক্ষণে ধূম দেখা যায়, তাহলে ধূম হেতুর পক্ষসত্ত্ব ধর্ম আছে বলতে হবে।

সপক্ষের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর গ্রন্থে বলেন, ‘নিশ্চিতসাধ্যবান্ সপক্ষঃ’ অর্থাৎ যে অধিকরণে সাধ্যের উপস্থিতি সুনিশ্চিত তাকে সপক্ষ বলে এবং তাতে যদি হেতুর বিদ্যমানতার জ্ঞান হয়, তাহলে হেতুটির সপক্ষসত্ত্ব ধর্ম থাকবে। যেমন আমরা জানি রান্নাঘরে সুনিশ্চিতভাবে আগুন (সাধ্য) থাকে। এবার সেখানে যদি ধূম (হেতু) এর জ্ঞান হয় তাহলে ধূমহেতুর সপক্ষসত্ত্ব ধর্ম থাকবে।

‘নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ বিপক্ষঃ’ অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে সাধ্যের অভাবের অধিকরণকে বিপক্ষ বলে। আর তাতে যদি হেতুর অভাবের জ্ঞান হয়, তাহলে হেতুটির বিপক্ষাসত্ত্ব ধর্ম থাকবে। যেমন আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, জলাশয়ে বহ্নি (সাধ্য) থাকে না। তাই তা বিপক্ষ। আবার সেখানে ধূম (হেতু) ও থাকে না। ফলে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ জলাশয়ে হেতু ধূমের অভাব থাকায় হেতুটির বিপক্ষাসত্ত্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল।

যে হেতুর দ্বারা সাধ্যধর্মের সিদ্ধি করা হবে, তার যদি সমশক্তিশালী অন্য কোন প্রতিপক্ষ হেতু না থাকে, তাহলে ঐ হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নিরূপ সাধ্যধর্মের সিদ্ধির ক্ষেত্রে হেতুটির সমান শক্তিবিশিষ্ট কোন হেতু না থাকায় ধূম হেতুর অসৎপ্রতিপক্ষত্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

যদি পূর্বে কোন বলবত্তর প্রমাণের দ্বারা সাধ্যাভাব নিশ্চিত না হয়, তাহলে যে হেতুর দ্বারা ঐ সাধ্যধর্মের সিদ্ধি করা হয়েছিল তার অবাধিতত্ব বৈশিষ্ট্য থাকবে। যেমন ধূম হেতুর দ্বারা পর্বতে বহ্নির অনুমানের ক্ষেত্রে সাধ্য বহ্নির অভাব কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিত না হওয়ায় ধূম হেতুটি অবাধিত্ব বৈশিষ্ট্য পাওয়া গেল।

অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমিতির গঠন

অন্বয়-ব্যতিরেকী লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল অনুমিতিকে বলা হয় ‘অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমিতি’। এই প্রকার অনুমিতির ব্যাপ্তি বাক্যটির যেমন অন্বয় দৃষ্টান্ত থাকে, তেমনি ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। ধূম ও বহ্নির অন্বয় ব্যাপ্তি এবং বহ্নির অভাব ও ধূমের অভাব এরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তির সাহায্যে ‘পর্বতটি ধূমবান’ এরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হয়। একটি অন্বয়ব্যাপ্তি ও একটি ব্যতিরেক ব্যাপ্তির দৃষ্টান্তের সাহায্যে অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমিতির গঠন দেখানো গেল।

	অন্বয় ব্যাপ্তি	ব্যতিরেকী ব্যাপ্তি
প্রতিজ্ঞা বাক্য	পর্বতটি বহ্নিমান	পর্বতটি বহ্নিমান
হেতুবাক্য	যেহেতু পর্বতটি ধূমবান	যেহেতু পর্বতটি ধূমবান
উদাহরণ বাক্য	যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি যেমন রান্নাঘর	যেখানে বহ্নি নেই সেখানে ধূম নেই যেমন জলাশয়
উপনয় বাক্য	পর্বতটি ধূমবান	ইহাও সেরূপ নয় (অর্থাৎ পর্বতটি ধূমের অভাব বিশিষ্ট নয়)
নিগমন বাক্য	সুতরাং পর্বতটি বহ্নিমান	সুতরাং সেরূপ নয় (অর্থাৎ পর্বতটি বহ্নির অভাব বিশিষ্ট নয়)

কেবল অন্বয়ী অনুমিতির গঠন

যে লিঙ্গের কেবল মাত্র অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব (ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়)তাই কেবলান্বয়ী লিঙ্গ। যেমন 'ঘটঃ অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ' - এই অনুমিতির প্রমেয়ত্ব হেতুটি কেবলান্বয়ী হেতু বা লিঙ্গ। কারণ এই লিঙ্গের ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়। আর এই কেবলান্বয়ী লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল অনুমিতিকে বলা হয়, 'কেবলান্বয়ী অনুমিতি'। এই অনুমিতির গঠনটি নিম্নরূপ ঃ

	<u>কেবল অন্বয়ী অনুমিতির</u>
প্রতিজ্ঞা বাক্য	ঘট অভিধেয়
হেতুবাক্য	যেহেতু তাতে(ঘটে) প্রমেয়ত্ব আছে
উদাহরণ বাক্য	যেখানে প্রমেয়ত্ব সেখানে অভিধেয়ত্ব (যেমন পট)
উপনয় বাক্য	ইহাও সেরূপ (অর্থাৎ ইহাতে প্রমেয়ত্ব আছে)
নিগমন বাক্য	সুতরাং সেরূপ (অর্থাৎ ঘটে অভিধেয়ত্ব আছে)

কেবল ব্যতিরেকী অনুমিতির গঠন

যে লিঙ্গের কেবল মাত্র ব্যতিরেক ব্যাপ্তি সম্ভব (অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়)তাই কেবল-ব্যতিরেকী লিঙ্গ। যেমন 'পৃথিবী ইতরভিন্ন গন্ধবত্ত্বাৎ' - এই অনুমিতির গন্ধবত্ত্ব হেতুটি কেবল-ব্যতিরেকী হেতু বা লিঙ্গ। কারণ এই লিঙ্গের অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভবই নয়। আর এই কেবল-ব্যতিরেকী লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল অনুমিতিকে বলা হয়, 'কেবল-ব্যতিরেকী অনুমিতি'। এই অনুমিতির গঠনটি নিম্নরূপ ঃ

কেবল ব্যতিরেকী অনুমিতি

প্রতিজ্ঞা বাক্য	পৃথিবীতে ইতরভেদ আছে
হেতুবাক্য	যেহেতু তাতে গন্ধ আছে
উদাহরণ বাক্য	যেখানে যেখানে ইতরভেদ নেই, সেখানে সেখানে গন্ধও নেই (যেমন জল)
উপনয় বাক্য	ইহা সেরূপ নয় (অর্থাৎ পৃথিবীতে গন্ধাভাব নেই)
নিগমন বাক্য	সুতরাং সেরূপ নয় (অর্থাৎ পৃথিবীতে ইতর ভেদাভাব নেই)এর অর্থ পৃথিবীতে ইতরভেদ আছে।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ